দুজন ভ্যান গখ

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

১

'পেয়েন্টিং', সেই কবে (১৮৮৮ তে!) থিওকে লেখা চিঠিতে ভ্যান গখ জানাচ্ছেন "দিনের পর দিন স্থাপত্যের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়ে শুধু গান হয়ে উঠতে চাইছে।"

গখের চিঠিগুলো আবার-করে পড়ি কখনও-কখনও। বেশি পড়ি না। পড়লে কাঁদতে হয়। চোখে জল আসে এমন বলছি না। তবু কান্নাই , মরুভূমিতে মরীচিকাই জল।

প্রতিভাবান শিল্পী লেখক তো অনেক। কিন্তু আমার শিল্পী হল ভ্যান গখ, আমার লেখক ফ্রানৎস কাফকা, আমার কবি হয় আর্তুর রাঁবো নইলে উৎপল কুমার বসু। যদিও এঁদের মধ্যে তিনজনের সঙ্গে আমার দেখা অনুবাদ বা প্রিন্টের মধ্য দিয়ে। ছদ্মবেশে এলেও এঁরাও ভগবানই তো — এঁদের মধ্যেই আমার ঈশ্বর দর্শন চরিতার্থ হয়েছে।

বস্তুত ভ্যান গখের জীবনকে এক কথায় শহীদের জীবন বলা যায়। শিল্প ও সৃষ্টি ছাড়া আর কিছু ভাবার ক্ষমতাই তাঁর ছিল না। ভূতগ্রস্তের জীবন কাটিয়ে এঁরা প্রত্যেকেই শেষ হয়েছেন পাগল হয়ে গিয়ে—গখ তো গারদেই কাটিয়েছেন। ভ্যান গখের মতো জীবনানন্দ হয়ত আত্মহত্যাই করেছিলেন, কে জানে! এক কথায় এরা শেষ হয়েছিলেন 'মড়কের ইঁদুরের মত ঘাড় গুঁজি'। মর্গে। গুমোটে।

২

ভ্যান গখের মৃত্যুর (১৮৯০) পর প্রায় ৫০ বছর লেগেছিল এটা জানাজানি হতে যে হ্যাঁ, শিল্পের ঈশ্বরই ভ্যান গখ অবতার রূপে পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন। যেই না জানা গেল, হাজারে-হাজারে মানুষ ছুটল মিউজিয়ামগুলোর দিকে—জলপ্রপাতের মত। পৃথিবীর সেরা মিউজিয়ামগুলি আর ধনকুবেররা ঝাঁপিয়ে পড়ল ভ্যান গখের একটি ওরিজিনালের আশায়। বই অ্যালবাম আর প্রিন্টে লাখে, লাখে, বীজানুর মত, ভ্যান গখ ছড়িয়ে পড়লেন বিশ্বময়।

৩

অতঃপর আমি যা বলতে চাই তা আর প্রকাশ না করলেও চলে। আসলে, যে শিল্পীর ইহকালের জন্য স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গেছে এবং যা টলবার ইহজীবনে কোনও সম্ভাবনা নেই তার ভাল মন্দ সম্পর্কে এখন আর নতুন করে কিছু বলার কোনও মানে হয়না। আমি তাই যোগেন চৌধুরীর পরকাল-চর্চা করতেই বেশি আগ্রহী।

টেট, ল্যুভর, হার্মিটেজ এইসব গ্যালারিতে ' যো'-র ছবি থাকবে তো। ললিত কলা আকাদেমিতে যোগেন চৌধুরীর ছবি একটা ঘর পাবে তো?

স্বর্গের বারান্দায় ভ্যান গখের পাশে ওরা ঝুলিয়ে দেবে তো যোগেন-ভগবানের 'চঁদিনী ও বাঘিনী'?

যদিও জীবন-যাপনে ভ্যান গখের সঙ্গে যোগেন চৌধুরীর একটুও মিল নেই অথচ, শুধু তার সঙ্গেই যোগেন চৌধুরীর

সৃষ্টিশীলতার সবচেয়ে বেশি মিল আমি খুঁজে পাই। কানভাসের ওপর সেই রঙের দাঙ্গা—ব্রাশের ঐশ্বরিক টানে ছবির সেই ভয়াবহ উন্মাদ ও আমর্ম আত্মপ্রকাশ — প্রকৃতি বলুন মানুষ বলুন —এক কথায় বাস্তবতা বলতে যা— কেমন লেজ গুটিয়ে ধরা দিয়েছে তার শিল্প-কাঠামোর শর্তে। এবার তার শারীরিক (মানসিক?) ক্ষমতা! সে তো দৈত্যের! তার 'বাঘিনী ও চাঁদিনী' ছবির ক্যানভাসের সামনে দাঁড়িয়ে একবার আমরা ৩৩০০ পেন-স্ট্রোক গুণেছিলাম। (ঈষৎ নেশা করেই, বলা বাহুল্য।) আছে হয়ত ৩৩ হাজার স্ট্রোক—নাকি ৩ লক্ষ!

এই হচ্ছে যোগেন: দ্য জেন্টেল কলোসাস।

আর মিথ্যে কথা না বলতে কি, যদি প্যারাডক্সের দিক থেকে দেখি—পাগল তো দুজনেই। ভ্যান গখের মত পাগল সে হতে যাবে কেন। সে তো ভ্যান গখ দেখেছে।

পাগলা গারদে না পাঠিয়ে সে তার পবিত্র পাগলকে রেখেছে বিপুল সুখ ও স্বাচ্ছন্দের তথা অস্পৃশ্য ঐশ্বর্যের মাঝে।